যুগান্তর

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিড়ম্বনা

অভিন্ন পরীক্ষা চালুর পদক্ষেপ নিন

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়ার পর বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হলেও নানা কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিতে ভিসিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির আহ্বানের পর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা দেখেছি, শিক্ষামন্ত্রী নিজেও অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। এজন্য তিনি ২০০৯ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে বৈঠক করে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব রাখেন। দুঃখজনক হল, এরপর আরও কয়েক দফায় উদ্যোগ নিয়েও তিনি সফল হননি। উদ্যোগ সফল না হওয়ার কারণ মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসহযোগিতা। এর এ অসযোগিতার পেছনে রয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ। উচ্চমূল্যে ফরম বিক্রিসহ ভর্তি পরীক্ষায় নানা রকম ডিউটি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজে শিক্ষকরা মোটা অংকের অর্থ রোজগার করেন। কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা হলে অর্থ আয়ের এ পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ আশংকায় কেউ অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর পক্ষে মত দিচ্ছেন না। অথচ প্রতিবছর অনার্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তির সীমা থাকে না। আলাদাভাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার আয়োজন করায় শিক্ষার্থীদের বিপুল অংকের অর্থও খরচ হয়। ইউজিসির পক্ষ থেকে ভর্তি পরীক্ষার ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে কেবল পরীক্ষা বাবদ ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ৯০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। জেলায় জেলায় ঘুরতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক দুর্ভোগ তো রয়েছেই। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর ধরে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ভোগান্তি ও আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এ কেমন কথা!

দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় সমন্বয়হীনতা ও পদ্ধতিগত জটিলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কোচিং ব্যবসায়ের প্রসার ঘটেছে এবং কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এটি বন্ধ করতে হলে পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান ঘটিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি। একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের সরকারি-বেসরকারি শতাধিক মেডিকেল কলেজে এমবিবিএসে ভর্তির ব্যবস্থা চালু করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও একই পদ্ধতির আওতায় আনতে সমস্যা কোথায়? আমরা আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর ব্যাপারে উদ্যোগী হবে এবং আগামী বছরের ভর্তি পরীক্ষা সামনে রেখে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করবে।